[২০২১] ১ এস. সি. আর. ৪৯৫

শারবশ্রি রিলায়েন্স কোম্পানি লিমিটেড

বনাম

শারবশ্রী হোটেল পুঞ্জা ইন্টারন্যাশনাল পিভিটি লিমিটেড

(২০২০ সালের সিভিল আপিল নং ৪২২১)

২১শে জানুয়ারি, ২০২১

[বিচারপতিদয় ইন্দিরা ব্যানার্জি এবং সঞ্জীব খান্না]

ইনসল্ভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৭-এর ধারা ৭২-অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলে ৫০০ কোটি টাকার একটি মেয়াদী ঋণ অনুমোদন করেছে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে ৪০ লক্ষ টাকা-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে-অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টকে "নন-পারফর্মিং অ্যাসেট" (এনপিএ) হিসাবে ঘোষণা করেছে-অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক বকেয়া আদায়ের জন্য ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছে-অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি নিষ্পত্তি হয়েছে-তদনুসারে, ডি. আর. টি ২৭.০৩.২০০৩-এ একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করেছে-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা আবার নিষ্পত্তি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে-এরপরে, অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক এবং আবেদনকারীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আবেদনকারীকে ডি. আর. টি-তে অ্যাসাইনার ব্যাঙ্কের জায়গায় আবেদনকারী হিসাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল এবং একটি সংশোধিত পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল ১৩.১২.২০১২-এ ২৭.০৭.২০১৮-এ, আবেদনকারী আবেদন করেছিলেন। এন. সি. এল. টি-র সামনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কর্পোরেট ইনসল্ভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (সি. আই. আর. পি) শুরু করার জন্য আই. বি. সি-র ৭ নং মামলা, যা খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল-এন. সি. এল. এ. টি আরও খুঁজে পেয়েছে যে ৭ নং ধারার অধীনে আবেদনটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল-সুপ্রিম কোর্টের সামনে, আবেদনকারী দুটি নথিতে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, অর্থাৎ, (i) কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যালেন্স শীট তারিখ <আই. ডি. ২> এবং (ii) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দ্বারা কাগজ বইয়ে জারি করা <আই. ডি. ১> তারিখের একটি চিঠি যাতে যুক্তি দেওয়া হয় যে সি-এর ৭ নং ধারার অধীনে কার্যধারা সীমাবদ্ধ নয়, কারণ সীমাবদ্ধতা তিন বছরের জন্য + নতুন করে চলতে শুরু করবে। সীমাবদ্ধতা আইনের ১৮-এ বলা হয়েছেঃ ডিফল্ট হলে মামলা করার অধিকার অর্জিত হয়, এবং যদি আই. বি. সি-র ৭ নম্বর ধারার অধীনে আবেদন দাখিলের তারিখের তিন বছর আগে সেই ডিফল্ট ঘটে থাকে, তবে আবেদনটি সীমাবদ্ধ আইনের ১৩৭ নম্বর ধারার অধীনে নিষিদ্ধ করা হবে-সি অ্যাসাইনার ব্যাঙ্কের কর্পোরেট ঋণদাতার পরিমাণ যখন এন. পি. এ ঘোষণা করা হয় তখন মামলা করার অধিকার অর্জিত হয়-তার আবেদনের চতুর্থ অংশে ইউ/এস। আই. বি. সি-র ৭, আপিলকারী নিজেই ডিফল্টের তারিখটি হিসাবে ঘোষণা করেছেন-সুতরাং, দাবিটি আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ-এমনকি আই. বি. সি-র ৭ নম্বর আইনের অধীনে আবেদনটি সংশোধিত পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করার প্রায় ৭ বছর পরে দায়ের করা হয়েছিল জারি করা হয়েছিল।

১৩.১২.২০১২)-আবেদনকারীদের দ্বারা উল্লিখিত দুটি নথির ক্ষেত্রে, দুটি নথিকে এমন স্বীকৃতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যা জুরাল সম্পর্ক এবং দায়বদ্ধতার অস্তিত্বের স্বীকৃতির সমান-১৭.০৮.২০১৭ তারিখের ব্যালেন্স শীট কোনও ঋণ স্বীকার বা স্বীকার করে না-আরও, ২৩.০৪.২০১৯ তারিখের চিঠিটি আবার কোনও স্বীকৃতি এবং দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি নয়-চিঠির ভাষা এবং স্বর এটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দেয় যে দায় অস্বীকার করা হয়েছিল-কর্পোরেট ঋণদাতার ১৭.০৮.২০১৭ তারিখের ব্যালেন্স শীট এবং ২৩.০৪.২০১৯ তারিখের চিঠিটি দায়বদ্ধতার কোনও স্বীকৃতি গঠন করে না এবং এমনকি আবেদনকারী দ্বারা আইবিসি-দ্য এনসিএলএটি-র অধীনে তার আবেদনে উল্লেখও করা হয়নি।

আই. বি. সি-র ৭ সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ।

সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৭৩-অনুচ্ছেদ ১৩৭-ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৭-ধারা ৭ এবং ৯-বি. কে. এডুকেশনাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পরাগ গুপ্ত অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস (২০০৯) ১১ এস. সি. সি ৭৩৩: [২০১৮] ১২ এস. সি. আর ৭৯৪-এ বলা হয়েছে যে সীমাবদ্ধতা আইনটি কোডের সূচনা থেকেই কোডের ধারা ৭ এবং ৯-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সীমাবদ্ধতা আইনের অনুচ্ছেদ ১৩৭ আকৃষ্ট হয়।

সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৭৩-অনুচ্ছেদ ১৩৭-ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৭-ধারা ৭-অনুষ্ঠিতঃ গৌরব হরগোবিন্দভাই দাভে বনাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০১৯) ১০ এস. সি. সি ৫৭২,-এ বলা হয়েছিল যে "একটি আবেদন" যা ৭ ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছে, তা কেবল অবশিষ্ট অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর মধ্যে পড়বে।

আপিল খারিজ করে দিয়ে আদালত

স্থির করা হয়ঃ ১। এই আদালতের একাধিক সিদ্ধান্তের ফলে এটা ঠিক হয়ে গেছে যে, সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ আই. বি. সি-র ৭ ও ৯ নং ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ডিফল্‌ট হলে মামলা করার অধিকার অর্জিত হয়, এবং যদি সেই ডিফল্ট আই. বি. সি-র ৭ নং ধারার অধীনে আবেদন দাখিলের তারিখের তিন বছরেরও বেশি আগে ঘটে থাকে, তবে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ নং ধারার অধীনে আবেদনটি নিষিদ্ধ করা হবে। সর্বোচ্চ, সীমাবদ্ধতা শুরু হয় ২০০৩ সালের ২৭শে মার্চ, যখন ডি. আর. টি দ্বারা একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল।

আবেদনকারী আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে তার আবেদনে কোনও উপাদান প্রকাশ করেননি যাতে দেখা যায় যে আবেদনটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ নয়।

২। ইনসল্‌ভেন্সি ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৭-এর ৭ ধারার অধীনে তার আবেদনে, আবেদনকারী দেখাননি যে কর্পোরেট ঋণদাতার কাছ থেকে আবেদনকারীর প্রাপ্য ঋণ সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ নয়। মামলা করার অধিকার ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল অর্জিত হয়েছিল যখন

অ্যাসাইনার ব্যাঙ্কের সঙ্গে কর্পোরেট ঋণদাতার পরিমাণ এন. পি. এ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে তার আবেদনের চতুর্থ অংশে, আপিলকারী খেলাপি হওয়ার তারিখ ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। দাবিটি আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ। এমনকি ডি. আর. টি-র রায়ের তারিখ ছিল এবং পুনরুদ্ধারের শংসাপত্রের তারিখ ছিল ২৭শে মার্চ ২০০৩। ২০১৮ সালের ১৮ই জুলাই পর্যন্ত আপিলকারীর নিজের অ্যাকাউন্টের বিবৃতি আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে আবেদন করার জন্য সীমাবদ্ধতার প্রশ্নের উপাদান নয়, যা মামলা করার অধিকার অর্জনের তারিখ থেকে তিন বছর। [অনুচ্ছেদ ২৩][৫০৪-এফ-এইছ ; ৫০৫ – এ]

৩. সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৭৩-এর ধারা ১৮-এর অধীনে, মামলা দায়ের এবং/অথবা আবেদন করার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ধরনের পক্ষের দ্বারা দাবি করা কোনও অধিকার বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও পক্ষের স্বাক্ষরিত লিখিত দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি, স্বীকৃতি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় থেকে নতুন করে সীমাবদ্ধতার সময়কালের গণনার দিকে পরিচালিত করে।[অনুচ্ছেদ ২৪][৫০৫ – এ- বি]

৪। এই ক্ষেত্রে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ৩০শে জুন ২০০১-এর নিষ্পত্তির পরে লিখিতভাবে কোনও স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করেননি, যার ভিত্তিতে ২০০৩ সালের ২৭শে মার্চ ডি. আর. টি দ্বারা একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল। অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক এবং আপিলকারীর মধ্যে একটি ব্যবস্থা এবং ডি. আর. আই-তে এক্সিকিউশন/রিকভারি কার্যধারার পক্ষ হিসাবে আপিলকারীর ফলস্বরূপ প্রতিস্থাপন আই. বি. সি-র ধারা ৭-এর অধীনে কার্যধারা শুরু করার সীমাবদ্ধতা সংরক্ষণ করে না। যে কোনও ক্ষেত্রে, এমনকি আপিলকারীর দ্বারা নির্ভর করা সংশোধিত পুনরুদ্ধার শংসাপত্র, তারিখ ১৩ই ডিসেম্বর, ২০১২। আই. বি. সি-র ধারা ৭-এর অধীনে আবেদনটি সংশোধিত পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করার প্রায় ৭ বছর পরে দায়ের করা হয়েছিল।[অনুচ্ছেদ ২৫][৫০৫- সি – ডি]

৫। সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৮ অনুসারে, বিপরীত পক্ষের দাবি করা যে কোনও অধিকারের বিষয়ে লিখিতভাবে করা এবং যে পক্ষের বিরুদ্ধে অধিকার দাবি করা হয়েছে সেই পক্ষের স্বাক্ষরিত বর্তমান দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি, স্বীকৃতি স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে একটি নতুন সময়সীমা শুরু করার প্রভাব ফেলে। এই ধরনের স্বীকৃতির সাথে স্পষ্টভাবে বা এমনকি অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে, স্বীকৃতির প্রাসঙ্গিক সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।[অনুচ্ছেদ ৩০][৫০৬ – ডি – এফ]

খান বাহাদুর শাপুর ফ্রিডম মাজদা বনাম দুর্গা প্রসাদ চামারিয়া এবং অন্যান্য, এ. আই. আর ১৯৭১ এস. সি ১২৩৭: [১৯৭২] ১ এস. সি. আর ১৪০-এর উপর নির্ভরশীল।

৬. বর্তমান ক্ষেত্রে, ১৭ই আগস্ট ২০১৭ তারিখের ব্যালেন্স শীটে এবং ২৩শে এপ্রিল ২০১৯ তারিখের চিঠিতে মূলত দুটি কারণে নির্ভরতা রাখা উচিত নয়। প্রথমত, নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে নথিগুলিতে স্বাক্ষর করা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণ বা উপাদান নেই। আপিলকারীর দ্বারা সংবিধিবদ্ধ আকারে দায়ের করা আইবিসি-র ৭ ধারার অধীনে আবেদনে উক্ত প্রভাবের কোনও আবেদন নেই। প্রকৃতপক্ষে, দুটি নথির উপর কখনই নির্ভর করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, দুটি নথিকে স্বীকৃতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যা জুরাল সম্পর্ক এবং দায়বদ্ধতার অস্তিত্বের স্বীকৃতির সমান। ১৭ই আগস্ট ২০১৭ তারিখের ব্যালেন্স শীটে কোনও ঋণ স্বীকার বা স্বীকার করা হয়নি। বরং, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা তার দায় অস্বীকার করেছেন। ২৩শে এপ্রিল ২০১৯ তারিখের চিঠিটি আবার স্বীকারোক্তি এবং দায় স্বীকারোক্তি নয়। চিঠির ভাষা এবং স্বর এটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দেয় যে দায় অস্বীকার করা হয়েছিল।

৭। ১৭ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখের কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যালেন্স শিট এবং ২৩শে এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, দায়বদ্ধতার কোনও স্বীকৃতি গঠন করে না এবং এমনকি আবেদনকারী আই. বি. সি-র অধীনে তার আবেদনে উল্লেখও করেননি। অতএব, আই. বি. সি-র ধারা ৭-এর অধীনে কোনও আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৮-কে আকর্ষণ করা হয়েছে কিনা এই প্রশ্নটি এই আদালতের খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই।

বি. কে. এডুকেশনাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পরাগ গুপ্ত অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস (২০১৯) ১১ এস. সি. সি ৭৩৩: [২০১৮] ১২ এস. সি. আর ৭৯৪; গৌরব হরগোবিন্দভাই দাভে বনাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০১৯) ১০ এস. সি. সি ৫৭২; রাধা এক্সপোর্ট (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম

কে. পি. জয়রাম (২০২০) ১০ এস. সি. সি ৫৩৮; বালকৃষ্ণ সাভালরাম পূজারী ওয়াঘমারে বনাম শ্রী ধ্যানেশ্বর মহারাজ সংস্থান সমপূরক (২) এস. সি. আর ৪৭৭; খান বাহাদুর 'শাপুর' ফ্রিডম মাজদা বনাম দুর্গা _ প্রসাদ চামারিয়া এবং অন্যান্য, এ. আই. আর ১৯৭১ এস. সি ১২৩৭ [১৯৭২] এস. সি. আর ১৪০-এর উপর নির্ভরশীল। ভাসদেও আর ভোজওয়ানি বনাম অভ্যুদয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং আনার (২০১৯) ৯ এস. সি. সি ১৫৮: [২০১৯] ১২ এস. সি. আর ৭৫; মোবিলক্স ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কিরাসা সফ্টওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৮) ১ এস. সি. সি ৩৫৩: [২০১৭] ১০ এস. সি. আর ১০০৭; ট্রান্সমিশন কর্পোরেশন অফ অন্ধ্র প্রদেশ লিমিটেড বনাম ইকুইপমেন্ট কন্ডাক্টরস অ্যান্ড কেবলস লিমিটেড (২০১৯) ১২ এস. সি. সি ৭৯৭: [২০১৮] ১৩ এস. সি. আর ১০৭৭-উল্লেখ করা হয়েছে।

কেস আইন রেফারেন্স

[২০১৮] ১২ এস. সি. আর ৭৯৪ অনুচ্ছেদ ২০

(২০১৯)-এর উপর নির্ভরশীল ১০ এস. সি. সি ৫৭২ অনুচ্ছেদ ২১

(২০২০)-এর উপর নির্ভরশীল ১০ এস. সি. সি ৫৩৮ অনুচ্ছেদ ২২-এর উপর নির্ভরশীল
[২০১৯] ১২ এস. সি. আর ৭৫ অনুচ্ছেদ ২৭-এ উল্লিখিত

[১৯৫৯] সাপোর্ট (২) এস. সি. আর ৪৭৭ অনুচ্ছেদ ৪৭-এর উপর নির্ভরশীল

[১৯৭২] এস. সি. আর ১৪০ অনুচ্ছেদ ৩১-এ উল্লিখিত

[২০১৭। ১০ এস. সি. আর ১০০৭ অনুচ্ছেদ ৩৮-এ উল্লিখিত

[২০১৮] ১৩ এস. সি. আর ১০৭৭ অনুচ্ছেদ ৩৮

দেওয়ানি অ্যাপেললেট জুরিশনঃ সিভিল আপিল নং. ৪২২১ ০এফ২০২০।

২০১৯-এর ১০১১ নম্বর কোম্পানি আপিল (এটি) (ইনসল্ভেন্সি)-এ নয়াদিল্লির ন্যাশনাল কোম্পানি ল অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের ০৫.০২.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সিদ্ধার্থ দাভে, সিনিয়র আইনজীবী, শ্রীমতী রুচি কোহলি, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী

আদালতের রায় প্রদান করেন বিচারপতি ইন্দিরা ব্যানার্জি,

ইনসল্ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৭-এর ধারা ৭২-এর অধীনে এই আপিলটি, যা এরপরে "আইবিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল, নয়াদিল্লি দ্বারা গৃহীত ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২০-এর একটি রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে, যা এরপরে "এনসিএলএটি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আপিলকারীর দ্বারা দায়ের করা ২০১৯-এর কোম্পানি আপিল (এটি) (ইনসল্ভেন্সি) নং ১০১১ খারিজ করে, যার মাধ্যমে আপিলকারী বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা ২০শে আগস্ট ২০১৯-এ পাস করা একটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, অর্থাৎ জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল, বেঙ্গালুরু বেঞ্চ, যা এরপরে সিপি (আইবি) নং ৭০/বিবি/২০১৮-এর অধীনে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে "এনসিএলটি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. আপিলকারী কোম্পানি আইন, ১৯৫৭-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা এবং আর্থিক সম্পদের সুরক্ষিতকরণ ও পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ (এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই)-এর ধারা ৩ অনুসারে একটি সুরক্ষিতকরণ ও সম্পদ পুনর্গঠন সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিত।

৩। উত্তরদাতা শারবশ্রি হোটেল পুঞ্জা ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড, যার পরে 'কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বিজয়া ব্যাঙ্ক দ্বারা ক্রেডিট/ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছিল, যার পরে 'অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক এবং আপিলকারীর মধ্যে ৩ মে ২০১১ বা তার কাছাকাছি সময়ে সম্পাদিত একটি চুক্তি অনুসারে, অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক কর্পোরেট ঋণদাতার কাছ থেকে আপিলকারীকে তার বকেয়া বরাদ্দ করেছে।

৪. ২০শে মে ১৯৮৭ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক এবং কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের জন্য ১ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদী ঋণ অনুমোদন করে। কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা গৃহীত পূর্বোক্ত ঋণ সুরক্ষিত করার জন্য অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক এবং কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের পক্ষে অনুমোদিত পরিচালক এবং গ্যারান্টারদের মাধ্যমে কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা ঋণের নথি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল।

৫. অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক এবং কর্পোরেট ঋণদাতার মধ্যে ১৯৮৭ সালের ২৩শে নভেম্বর সম্পাদিত একটি পারি পাসু চুক্তির মাধ্যমে, কর্পোরেট ঋণদাতার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর দুটি ব্যাঙ্কের পক্ষে একটি পারি পাসু চার্জ তৈরি করা হয়েছিল।

৬। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক, তাই, ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টকে "নন পারফর্মিং অ্যাসেট" (এনপিএ) হিসাবে ঘোষণা করে।

৭. ১৯৯৮ সালের ১৮ই মে বা তার কাছাকাছি সময়ে অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর কারণে ঋণ পুনরুদ্ধারের অধীনে ১৯৯৮ সালের ৫৪৭ নং মূল আবেদনপত্র ব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল (ডি. আর. টি), অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরে জমা করে।

৮. আপিলকারীর ক্ষেত্রে, উক্ত মূল আবেদনটি বিচারাধীন থাকাকালীন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা অ্যাসাইনার ব্যাঙ্কের কাছে তার ঋণ স্বীকার করে নেন এবং অ্যাসাইনার ব্যাঙ্কের কাছে একটি নিষ্পত্তির জন্য অ্যাসাইনার ব্যাঙ্কের কাছে যান, যা ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ১ কোটি টাকার সংহত পরিমাণ, যা ১ লক্ষ টাকারও কম। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সুদ সহ কিস্তিতে অবশিষ্ট ২ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হন। তদনুসারে, অ্যাসাইনার ব্যাঙ্ক এবং কর্পোরেট ঋণদাতার মধ্যে ২০০১ সালের ৩০শে জুন একটি সমঝোতা কার্যকর করা হয়, যার ভিত্তিতে ২০০৩ সালের ২৭শে মার্চ ডি. আর. টি একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করে।

৯। আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে যেহেতু কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই অ্যাসাইনার ব্যাংক কর্পোরেট ঋণদাতার কাছ থেকে ডিক্রিটাল পরিমাণ আদায়ের অধিকারী হয়ে উঠেছে। অতএব, অ্যাসাইনার ব্যাংক, কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা ইতিমধ্যে প্রদত্ত Rs.২৫ লক্ষ টাকা কেটে নেওয়ার পরে, ২,৭১,৮৮,৪০৩.০৫ টাকার ডিক্রিটাল পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য ডি. আর. টি-তে কার্যকর করার জন্য একটি আবেদন দায়ের করে। ৩ মে ২০১১ তারিখের চুক্তি কার্যকর হওয়ার পরে, অ্যাসাইনার ব্যাংক এবং এর মধ্যে

আপিলকারী, আবেদনকারীকে ডি. আর. টি-র সামনে কার্যধারায়/অ্যাসাইনার ব্যাঙ্কের পরিবর্তে আবেদনকারী হিসাবে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল এবং ১৩ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে একটি সংশোধিত পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল।

১০. ২০১৮ সালের ২৭শে জুলাই বা তার কাছাকাছি সময়ে, আপিলকারী এনসিএলটি, বেঙ্গালুরুতে কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে আইবিসি-র ৭ নং ধারার অধীনে কর্পোরেট আর ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (সি. আই. আর. পি) শুরু করার জন্য একটি পিটিশন দায়ের করেন।

১১. ২০শে আগস্ট ২০১৯ তারিখের একটি আদেশে, এন. সি. এল. টি, আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে বলে যে এটি আইনের নিষ্পত্তি প্রস্তাব যে আই. বি. সি-র বিধানগুলি বকেয়া বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য এস০১-এর আহ্বান করা যাবে না,

১২. তবে কেবল ন্যায্য কারণে সি. আই. আর. পি শুরু করার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে।

তথ্যঃ

এন. সি. এল. টি, বেঙ্গালুরু নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি লক্ষ্য করেছে "তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটি বিতর্কিত নয় যে বিজয় ব্যাঙ্ক কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে ৪০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছিল এবং ঋণ চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে। কর্পোরেট ঋণদাতার অ্যাকাউন্টটি এন. পি. এ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। বিজয় ব্যাঙ্কও ডি. আর. টি, বেঙ্গালুরুর আগে মূল আবেদন ও. এ. <আই. ডি১> দাখিল করেছিল এবং ডি. আর. টি ৯ই এপ্রিল, ২০০১ তারিখে একটি আদেশ জারি করে একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করেছে। উপরন্তু, ২০০১ সালের ৯ই এপ্রিলের আদেশ অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ না করার কারণে, ব্যাঙ্গালোরের ডি. আর. টি., ডি. সি. পি. <আই. ডি. ২> তারিখের মাধ্যমে আরেকটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করে পুনরুদ্ধার আধিকারিককে তাতে বর্ণিত ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেয়। পরবর্তীকালে, বিজয়া ব্যাঙ্ক আবেদনকারী/আর্থিক ঋণদাতার কাছে কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে বিতরণ করা ঋণটি ৩ মে, ২০১১ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে প্রদান করে। ফলস্বরূপ, ডি. আর. টি, ব্যাঙ্গালোর দ্বারা ১৩ই মে, ২০১১ তারিখের একটি সংশোধিত পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল যা আবেদনকারী/আর্থিক ঋণদাতার দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং তার সাথে পুনরুদ্ধারের অধিকার ন্যস্ত করে।

১৩. বেঙ্গালুরুর এন. সি. এল. আই. টি-র রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আই. বি. সি-র ৭ নং ধারার অধীনে আপিলকারীর আবেদন খারিজ করে আপিলকারী সেখান থেকে একটি আপিল দায়ের করেন, যা কোম্পানির আপিল ছিল।

এন. সি. এল. এ. টি-র সামনে ২০১৯ সালের (এ. টি.) ইউ. এন. এস.) আপিলটি রায় এবং আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছে।

১৪. এন. সি. এল. এ. টি আরও জানতে পেরেছে যে আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে আপিলকারীর দায়ের করা আবেদনটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। তবে, এন. সি. এল. এ. টি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে আবেদনটি খারিজ করা আবেদনকারীকে উপযুক্ত ফোরামের সামনে আইন অনুসারে তার অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ প্রতিকার পেতে বাধা দেবে না।

১৫. কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (সি. আই. আর. পি) শুরু করার জন্য আই. বি. সি-র ধারা ৭-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ফর্ম ১-এ আবেদনকারীর আবেদন, যা ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্‌ড ব্যাঙ্করাপসি (অ্যাজুডিকেটিং অথরিটির কাছে আবেদন) রুলস, ২০১৭-এর নিয়ম ৪-এর সঙ্গে পাঠ করা হয়েছে।

সুবিধার প্রকৃতি-মেয়াদী ঋণ অনুমোদনের তারিখ-২০.০৫.১৯৮৭ ২,। ঋণখেলাপি হওয়ার দাবি করা হয়েছে এবং কোন ঋণখেলাপি বাতিল করা হয়েছে তার এফ তারিখ (ট্যাবুলার ফর্মে ঋণখেলাপি করার জন্য অর্থ এবং ঋণখেলাপির দিনগুলির উপর নজর রাখুন)

মোট বকেয়া-১৪৫,৪৪,৪৭,৭৫১.৩২ (একশো চৌতাল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ এক পয়সা এবং বাইশ পয়সা মাত্র) ১৮.০৭.২০১৮-এ (আম্‌ট টাকায়)

পার্ট - IV

আর্থিক ঋণের বিশেষ উল্লেখ

১. মোট ঋণের পরিমাণ

বিতরণের তারিখ*

বিজয়া ব্যাংক অ্যাসাইনার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত ঋণ)- ৪০,০০,০০০ টাকা

(চল্লিশ লক্ষ টাকা)

সুবিধার প্রকৃতি – মেয়াদী ঋণ

অনুমোদনের তারিখ – ২০.০৫.১৯৮৬

২. খেলাপি বলে দাবি করা পরিমাণ এবং খেলাপি হওয়ার তারিখ

(ট্যাবুলার

ফর্মে খেলাপির পরিমাণ এবং দিন গণনার জন্য কাজ সংযুক্ত করুন)

মোট বকেয়া – টাকা। ১৮.০৭.২০১৮ তারিখের হিসাবে ১৪৫,৪৪,৪৬,৬৫১.৩২ (একশত

চুয়াল্লিশ লক্ষ ছিয়াল্লিশ হাজার ছয়শ

একাশ পয়সা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র)

(মূল্য Rs.

সুবিধা প্রধান সুদ মোট বকেয়া বকেয়া মেয়াদ

৪০,০০,০০০ ১৪৫,০৪,৪৭৭৫১.৩২ ১৪৫,৪৪,৪৭,৭৫১.৩২ ঋণ = এন. পি. এ-র তারিখ-০১.০৪.১৯৯৩

১৭। নথি, রেকর্ড সহ আর্থিক ঋণের বিশদ বিবরণ এবং খেলাপি হওয়ার প্রমাণ আবেদনের পঞ্চম অংশে দেওয়া আছে। তার দাবির সমর্থনে, আবেদনকারী ও. এ-তে ডি. আর. টি-র ৯ই এপ্রিল, ২০০১-এর রায়, ডি. আর. টি দ্বারা জারি করা ২৭শে মার্চ, ২০০৩-এর পুনরুদ্ধারের শংসাপত্র এবং ডি. আর. টি-র আগে এক্সিকিউশন/রিকভারি কার্যধারায় ১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৭-এর একটি আদেশের উপর নির্ভর করেছিলেন, যা এস. আই. থেকে প্রদর্শিত হবে। আবেদনকারী ৩ মে ২০১১ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট (পার্ট ভি-এর সিরিয়াল নং ৫); ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৯১ (পার্ট ভি-এর সিরিয়াল নং ৭)-এর অধীনে শংসাপত্র সহ ৮ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত আপিলকারীর অ্যাকাউন্টের বিবৃতি; আপিলকারীর পক্ষে রায় ঋণদাতার ডিক্রিটাল বকেয়া বরাদ্দ সম্পর্কিত ডি. আর. টি-তে ৩ টি. এম জুন ২০১১ তারিখের পুনরুদ্ধার অফিসারের একটি মেমো এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের একটি সংশোধিত পুনরুদ্ধার শংসাপত্র (পার্ট ভি-এর সিরিয়াল নং ৮)-এর উপরও নির্ভর করেছিলেন।

১৮. স্বীকারযোগ্যভাবে, আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে এন. সি. এল. টি-তে আবেদনকারীর দায়ের করা আবেদনের চতুর্থ অংশে যেমন বলা হয়েছে, কর্পোরেট ঋণদাতার অ্যাকাউন্টটি ১৯৯৩ সালের ১ * এপ্রিল অকার্যকর সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, অর্থাৎ এন. সি. এল. টি-তে ৫ ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করার ১৫ বছর আগে।

১৯. এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে যে, সীমাবদ্ধতা আইনের ৫০৩ অনুচ্ছেদ ১৩৭ আই. বি. সি-র ১ ধারা ৭ এবং ৯-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। যখন কোনও ডিফল্ট ঘটে তখন মামলা করার অধিকার অর্জিত হয় এবং যদি সেই ডিফল্ট আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে আবেদন দাখিলের তারিখের তিন বছরেরও বেশি আগে ঘটে থাকে, তবে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনটি নিষিদ্ধ করা হবে। সর্বোচ্চ, সীমাবদ্ধতা ২৭ মার্চ ২০০৩-এ টিক টিক করতে শুরু করে, যখন ডি. আর. টি দ্বারা পুনরুদ্ধারের শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল। আবেদনকারী আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে তার আবেদনে কোনও উপাদান প্রকাশ করেননি যা দেখায় যে আবেদনটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ নয়।

২০. বি. কে. এডুকেশনাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড ওয়াই. পরাগ গুপ্ত ও অ্যাসোসিয়েটস-এ (২০১৯) ১১ এস. সি. সি ৭৩৩-এ প্রতিবেদন করা হয়েছে, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

৪২. এইভাবে এটা স্পষ্ট যে, যেহেতু কোডের সূচনা থেকেই কোডের ৭ ও ৯ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনগুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইন প্রযোজ্য, তাই সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদে "মামলা করার অধিকার" আকৃষ্ট হয়। অতএব, যখন কোনও ডিফল্ট ঘটে তখন তা অর্জিত হয়। যদি ডিফল্ট আবেদন জমা দেওয়ার তারিখের তিন বছরেরও বেশি আগে ঘটে থাকে, তবে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনটি নিষিদ্ধ করা হবে।

২১. গৌরব হরগোবিন্দভাই ডেভ ওয়াই. অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড অ্যান্ড ওআরএস. রিপোর্টেড ইন (২০১৯) ১০ এসসিসি ৫৭২, যেখানে কর্পোরেট ঋণদাতার অ্যাকাউন্টটি ২১.৭.২০১১-এ এনপিএ ঘোষণা করা হয়েছিল, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

বর্তমান মামলাটি "একটি আবেদন" যা 7 ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছে, কেবল অবশিষ্ট 137 অনুচ্ছেদের মধ্যে পড়বে। আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত পরামর্শদাতার দ্বারা যথাযথভাবে নির্দেশিত হিসাবে, সময়টি 21-7-2011 তারিখে চলতে শুরু করে, যার ফলস্বরূপ ধারা 7 এর অধীনে দায়ের করা আবেদনটি স্পষ্টভাবে সময়-নিষিদ্ধ হবে।

২২. আমাদের একজনের (বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়) লেখা রাধা এক্সপোর্ট (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কে. পি. জয়রাম ১০ এস. সি. সি ৫৩৮-এ এই আদালত বি. কে. এডুকেশনাল সার্ভিসেস (পি) লিমিটেড বনাম পরাগ গুপ্ত অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস (সুপ্রা)-কে উল্লেখ করে বলেছেঃ

৩৫। এটি ছিল আবেদনকারীর জন্য কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া আহ্বান করার জন্য, যাতে প্রাথমিকভাবে তার পক্ষে আইনত আদায়যোগ্য ঋণের অস্তিত্ব দেখানো যায়। অন্য কথায়, উত্তরদাতাকে দেখাতে হয়েছিল যে ঋণ সীমাবদ্ধতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যা তারা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২৩. আই. বি. সি-র ধারা ৭-এর অধীনে করা আবেদনে আপিলকারী দেখাননি যে কর্পোরেট ঋণদাতার কাছ থেকে আপিলকারীর প্রাপ্য ঋণ সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ নয়। ১৯৯৩ সালের ১ * এপ্রিল অ্যাসাইনার ব্যাঙ্কের কর্পোরেট ঋণদাতার পরিমাণ এন. পি. এ ঘোষণা করা হলে মামলা করার অধিকার অর্জিত হয়। আই. বি. সি-র ধারা ৭-এর অধীনে তার আবেদনের চতুর্থ অংশে আপিলকারী খেলাপি হওয়ার তারিখ ১ এপ্রিল, ১৯৯৩ ঘোষণা করেন। দাবি ১ স্পষ্টতই সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ। এমনকি ও. এ. ডি. আর. টি-র রায়ও তারিখ ছিল এবং পুনরুদ্ধারের শংসাপত্রের তারিখ ছিল ২৭ মার্চ, ২০০৩।

২০১৮ সালের ১৮ই জুলাই পর্যন্ত আপিলকারীর নিজের হিসাবের বিবৃতি করার জন্য সীমাবদ্ধতার প্রশ্নের উপাদান নয়।

আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে একটি আবেদন, যা মামলা করার অধিকার অর্জনের তারিখ/তারিখ থেকে তিন বছর।

২৪। সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৭৩-এর ধারা ১৮-এর অধীনে, মামলা দায়ের এবং/অথবা আবেদন করার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ধরনের পক্ষের দ্বারা দাবি করা কোনও অধিকার বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও পক্ষের স্বাক্ষরিত লিখিত দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি, স্বীকৃতি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় থেকে নতুন করে সীমাবদ্ধতার সময়কালের গণনার দিকে পরিচালিত করে।

২৫। এই ক্ষেত্রে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ৩০শে জুন ২০০১-এর নিষ্পত্তির পরে লিখিতভাবে কোনও স্বীকৃতিতে স্বাক্ষর করেননি, যার ভিত্তিতে ডিআর্টি দ্বারা ২৭শে মার্চ ২০০৩-এ একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল। অ্যাসাইনার ব্যাংক এবং আপিলকারীর মধ্যে একটি ব্যবস্থা এবং ডিআর্টি-তে কার্যকর/পুনরুদ্ধারের কার্যধারার পক্ষ হিসাবে আপিলকারীর ফলস্বরূপ প্রতিস্থাপন আইবিসি-র ৭ ধারার অধীনে কার্যধারা শুরু করার সীমাবদ্ধতা সংরক্ষণ করে না। যে কোনও ক্ষেত্রে, এমনকি আপিলকারীর দ্বারা নির্ভর করা সংশোধিত পুনরুদ্ধার শংসাপত্রটিও ১৩ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের। আইবিসি-র ৭ ধারার অধীনে আবেদনটি সংশোধিত পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করার প্রায় ৭ বছর পরে দায়ের করা হয়েছিল।

২৬. (২০১৯) ৯ এস. সি. সি ১৫৮-এ রিপোর্ট করা ভাসদেও আর. ভোজওয়ানি বনাম অভ্যুদয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড অ্যান্ড আনরে, এই আদালত এন. সি. এল. টি এবং এন. সি. এল. এ. টি-র আদেশ খারিজ করে দিয়েছিল, এই বলে যে আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে আবেদনটি সময়সাপেক্ষ ছিল, কারণ ঋণ অ্যাকাউন্টটি ২৩ টি. এম ডিসেম্বর ১৯৯৯-এ অকার্যকর সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তারপরে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল ২৪ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে একটি পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করেছিল। এন. সি. এল. টি-র সামনে দেউলিয়া প্রক্রিয়া ৫ মার্চ ২০১৮-এ গ্রহণ করা হয়েছিল।

২৭। বশ্‌দেও আর. ভোজশ্বানী (উপরে) মামলায়, এই আদালত এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে যে খেলাপি একটি অব্যাহত ভুল ছিল এবং ১৯৭৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ২৩ ধারা প্রযোজ্য হবে, যা বালকৃষ্ণ সাভালরাম পূজারী ওয়াঘমারে বনাম শ্রী ধ্যানেশ্বর মহারাজ সংস্থান-এর উপর নির্ভর করে ১৯৫৯ সমপূরক (২) এসসিয়ার ৪৭৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

২৮. পি. বি. গজেন্দ্রগড়করের উদ্‌ধৃতি দিতে গিয়ে, জিন বালকৃষ্ণ সাভালরাম সি. পূজারী ওয়াগমারে (উপরে):-

"ধারা ২৩ একটি অব্যাহত অধিকারকে নয়, বরং একটি অব্যাহত ভুলকে বোঝায়। এটি একটি ক্রমাগত ভুলের মূল বিষয় যে এটি এমন একটি কাজ যা আঘাতের একটি অব্যাহত উৎস তৈরি করে।"

এবং উক্ত আঘাতের ধারাবাহিকতার জন্য দায়ী এবং দায়ী ব্যক্তিকে দায়ী করে। যদি অন্যায় কাজটি একটি আঘাতের কারণ হয় যা সম্পূর্ণ হয়, তবে কোনও অব্যাহত ভুল নেই যদিও কাজটির ফলে হওয়া ক্ষতি অব্যাহত থাকতে পারে। তবে, যদি কোনও অন্যায় কাজ এমন একটি চরিত্রের হয় যে তার দ্বারা সৃষ্ট আঘাত নিজেই অব্যাহত থাকে, তবে কাজটি একটি অব্যাহত ভুল গঠন করে। এই প্রসঙ্গে অন্যায় কাজের ফলে সৃষ্ট আঘাত এবং উক্ত আঘাতের প্রভাব হিসাবে যা বর্ণনা করা যেতে পারে তার মধ্যে পার্থক্য আঁকতে হবে। এটি কেবল সেই কাজগুলির ক্ষেত্রেই হয় যা ৩৩ টি অব্যাহত ভুল হিসাবে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে যা ধারা ২৩ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২৯. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত কৌঁসুলি কাগজ বইয়ে দুটি নথির দিকে ইঙ্গিত করেছেন, অর্থাৎ, (১) ১৭ই আগস্ট ২০১৭ তারিখের কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যালেন্স শীট এবং (২) কাগজ বইয়ে কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা জারি করা ২৩শে এপ্রিল ২০১৯ তারিখের একটি চিঠি যাতে বলা হয়েছে যে আই. বি. সি-র ৭ ধারার অধীনে কার্যধারা সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ নয়, কারণ দায় স্বীকার হিসাবে সেই নথিগুলির সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য সীমাবদ্ধতা নতুন করে চলতে শুরু করবে। রিলায়েন্স ১-কে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৮ ধারার উপর রাখা হয়েছে।

৩০। সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৮ অনুসারে, বিপরীত পক্ষের দাবি করা যে কোনও অধিকারের ক্ষেত্রে লিখিতভাবে এবং যে পক্ষের বিরুদ্ধে অধিকার দাবি করা হয়েছে সেই পক্ষের স্বাক্ষরিত বর্তমান দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি, স্বীকৃতি স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে একটি নতুন সময়সীমা শুরু করার প্রভাব ফেলে। এই ধরনের স্বীকৃতির সাথে স্পষ্টভাবে বা এমনকি অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে, সীমাবদ্ধতার প্রাসঙ্গিক সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩১. এ. আই. আর ১৯৭১ এস. সি ১২৩৭-এ রিপোর্ট করা খান বাহাদুর শাপুর ফ্রিডম মাজদা ওয়াই, দুর্গা প্রসাদ চামারিয়া এবং অন্যান্যদের মামলায় এই আদালত বলেছিলঃ-

"৬। এইভাবে এটা স্পষ্ট যে ধারা ১৯ দ্বারা নির্ধারিত স্বীকৃতি কেবল ঋণ পুনর্নবীকরণ করে; এটি একটি নতুন পদক্ষেপের অধিকার তৈরি করে না। এটি কেবল প্রশ্নযুক্ত অধিকারের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি; এর সাথে স্পষ্টভাবে বা এমনকি নিহিত অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যে বিবৃতিটির ভিত্তিতে স্বীকৃতির আবেদন করা হয়েছে তা অবশ্যই বর্তমান স্থায়ী দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে যদিও সঠিক প্রকৃতি

অথবা উক্ত দায়বদ্ধতার নির্দিষ্ট চরিত্রটি শব্দের মাধ্যমে নির্দেশিত নাও হতে পারে। তবে, স্বীকৃতিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি অবশ্যই ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মতো পক্ষগুলির মধ্যে মৌখিক সম্পর্কের অস্তিত্বকে নির্দেশ করবে এবং এটি অবশ্যই প্রদর্শিত হবে যে বিবৃতিটি এই ধরনের মৌখিক সম্পর্ককে স্বীকার করার অভিপ্রায় নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই ধরনের অভিপ্রায়টি ভর্তির প্রকৃতি থেকে নিহিতার্থ দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে এবং শব্দগুলিতে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। যদি বিবৃতিটি মোটামুটি স্পষ্ট হয় তবে মৌখিক সম্পর্ক স্বীকার করার অভিপ্রায়টি এটি থেকে সূচিত হতে পারে। প্রশ্নযুক্ত স্বীকারোক্তি প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই, তবে অবশ্যই এমন পরিস্থিতিতে এবং শব্দের মাধ্যমে করা উচিত যা থেকে আদালত যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করতে পারে যে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তি বিবৃতির তারিখের মতো একটি বিদ্যমান দায়বদ্ধতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। লিখিত বিবৃতিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি বোঝাতে গেলে যার উপর স্বীকৃতির আবেদন নির্ভর করে মৌখিক প্রমাণ স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে তবে-আশেপাশের পরিস্থিতিগুলি সর্বদা বিবেচনা করা যেতে পারে। বলা হয়েছে যে সাধারণত আদালতগুলি এই ধরনের বিবৃতিগুলির একটি উদার গঠনের পক্ষে ঝুঁকে থাকে, যদিও এর অর্থ এই নয় যে যেখানে কোনও স্বীকারোক্তি করা হয় না সেখানে একজনকে অনুমান করা উচিত, বা যেখানে কোনও বিবৃতি স্পষ্টভাবে করা হয়েছিল বিচারিক সম্পর্কের অস্তিত্ব স্বীকার করার অভিপ্রায় ছাড়াই এই ধরনের অভিপ্রায় একটি জড়িত বা সুদূরপ্রসারী যুক্তির প্রক্রিয়া দ্বারা বিবৃতি নির্মাতার উপর স্থির করা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে যে এটি ধারা ১৯-এ অন্তর্ভুক্ত প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির প্রভাব, এবং প্রকৃত আইনি। সম্পর্কে পক্ষগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই এই বিষয়ে অবস্থান।

৩২. বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রাথমিকভাবে দুটি কারণে ১৭ই আগস্ট ২০১৭ তারিখের ব্যালেন্স শীটে এবং ২৩শে এপ্রিল ২০১৯ তারিখের চিঠিতে নির্ভরতা রাখা উচিত নয়। প্রথমত, নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে নথিগুলিতে স্বাক্ষর করা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণ বা উপাদান নেই। সংবিধিবদ্ধ ফর্মটিতে আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা আইবিসি-র ধারা ৭-এর অধীনে আবেদনে উক্ত প্রভাবের কোনও আবেদন নেই। আসলে, দুটি নথির উপর কখনও নির্ভর করা হয়নি।

৩৩. দ্বিতীয়ত, দুটি নথিকে এমন স্বীকৃতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যা বিচারিক সম্পর্ক এবং দায়বদ্ধতার অস্তিত্বের স্বীকৃতির সমান। ১৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ব্যালেন্স শিটে কোনও ঋণ স্বীকার বা স্বীকার করা হয় না। বরং, কর্পোরেট ঋণদাতার ৫০৭ রয়েছে।

একটি বিতর্কিত এবং তার দায় অস্বীকার করেছে। কাগজের বইয়ের ৮৭ পৃষ্ঠায় স্বাধীন নিরীক্ষকের প্রতিবেদনের পয়েন্ট (ডি) পড়েঃ

"ঘ) নোট নং ২৮ উপরের পয়েন্ট (খ) এবং (গ)-এ বর্ণিত কারণগুলির জন্য বিচারের অধীনে কোম্পানির বিরুদ্ধে দাবিগুলি ঋণ হিসাবে স্বীকৃত নয়।

এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আমাদের মতামত পরিবর্তন করা হয় না। "

উপরের উদ্ধৃত পয়েন্ট (ডি) অবিলম্বে পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদ (পয়েন্ট সি) এর সাথে পড়ে স্পষ্ট করে দেয় যে ব্যালেন্স শিটকে দায় স্বীকার হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এটি কাগজের বইয়ের ১৪৭ পৃষ্ঠায় ব্যালেন্স শিটের নোট ২৭ এবং নোট ২৮ এর শেষ উপ-শিরোনাম থেকেও স্পষ্ট, যা এখানে নীচে দেওয়া হয়েছেঃ

এই প্রতিবেদনের তারিখ অনুযায়ী বিষয়টি ব্যাঙ্গালোরের কর্ণাটক হাইকোর্টের কাছে বিচারাধীন রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ৩১শে মার্চ ২০১৭-তে শেষ হওয়া বছরের জন্য হিসাবের বইগুলিতে কোনও সুদ দেওয়া হবে না। এই বিষয়ে প্রাপ্ত আইনি পরামর্শের ভিত্তিতেও পর্ষদ মতামত দিয়েছে যে বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বইগুলিতে কোনও সুদ দেওয়া হবে না এবং রিলায়েন্সের দাবি করা পুরো পরিমাণ ছাড়া অন্য কোনও সুদ দেওয়া হবে না। ৪০.০০ লক্ষ লক্ষকে 'ই-এর জন্য সরবরাহ করা হয়নি এমন আকস্মিক দায়' হিসাবে বিবেচনা করা হবে বোর্ডের এটাও মতামত যে ডি. আর. টি ব্যাঙ্গালোরের ডিক্রি অনুসরণ করে রিলায়েন্স দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি। ৯৭.১২ কোটি টাকা দাবি করার সময়। এই ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

নোট নং ২৮ বিচারের অধীনে কোম্পানির বিরুদ্ধে দাবিগুলি ঋণ হিসাবে স্বীকৃত নয়ঃ

বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য দাবি টাকা. ১১৩.৮৫ কোটি আগের বছর টাকা. ৭২.৯২ কোটি "

৩৪। ২৩শে এপ্রিল ২০১৯ তারিখের চিঠিটি আবার কোনও স্বীকৃতি এবং দায় স্বীকার নয়। চিঠির ভাষা ও স্বরে এটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে দায় অস্বীকার করা হয়েছিল। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি তার ধার করা পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছে। তবুও, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য এই ধরনের প্রস্তাবের বিষয়ে আপিলকারীর মতামত/সম্মতি চেয়ে এককালীন নিষ্পত্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা প্রস্তাবটি দ্বারা গৃহীত হয়নি।

আপিলকারী। ২৩ টিএম এপ্রিল ২০১৯ তারিখের চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে উদ্‌ধৃত করা হয়েছেঃ

"যেহেতু আমরা এককালীন নিষ্পত্তি প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছি, যার মধ্যে আমরা ইতিমধ্যেই ৪০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছি, যা পরিশোধ করা হয়নি তা হল ৭০ লক্ষ টাকা। আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমাদের দ্বারা প্রদত্ত মোট পরিমাণ 'পি' গণনা করেন, তবে এটি আমাদের দ্বারা ধার করা পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশি। যাইহোক, আমরা এখন আমাদের দাবির সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি যে, দাবির সম্পূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য ৭৫ লক্ষ টাকার জন্য আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করুন এবং মামলাটি বন্ধ করুন।

আপনার পক্ষ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকার জন্য আমাদের কথিত প্রস্তাব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে, আমরা ৩০.০৭.২০১৯-এ বা তার আগে তা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অতএব, দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের জানান।

৩৫. ১৭ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখের কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যালেন্স শিট এবং উপরে উল্লিখিত ২৩শে এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের চিঠি দায়বদ্ধতার কোনও স্বীকৃতি গঠন করে না এবং এমনকি আই. বি. সি-র অধীনে তার আবেদনে আপিলকারী দ্বারা উল্লেখও করা হয়নি। অতএব, এই আদালতের পক্ষে আই. বি. সি-র ধারা ৭-এর অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইন ১-এর ধারা ১৮-কে আকৃষ্ট করা হয়েছে কিনা এই প্রশ্নটি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই। পুনরাবৃত্তির মূল্যে, এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয় যে আই. বি. সি-র ধারা ৭-এর অধীনে তার আবেদনে আপিলকারী খেলাপি হওয়ার তারিখ ১লা এপ্রিল, ১৯৯৩ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

৩৬. সর্বোচ্চ, সীমাবদ্ধতা ২৭শে মার্চ, ২০০৩ থেকে চলতে শুরু করে, যখন নিয়োগকারীর পক্ষে ডি. আর. টি ১এন দ্বারা পুনরুদ্ধারের শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল। এন. সি. এল. এ. টি সঠিকভাবে বলেছে যে আই. বি. সি-র ধারা ৭-এর অধীনে পি আপিলকারীর আবেদন সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ।

৩৭. যে কোনও ক্ষেত্রে, কর্পোরেট ঋণদাতার বকেয়া সম্পর্কিত ডি. আর. টি-তে বিচারাধীন কার্যধারা রয়েছে। ডি. আর. টি-তে কার্যকর কার্যধারায় অ্যাসাইনার ব্যাঙ্কের জায়গায় আপিলকারীকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ১ টি ডি. আর. টি দ্বারা জারি করা একটি সংশোধিত শংসাপত্র রয়েছে। সময়ে সময়ে, এক্সিকিউশন কার্যধারায় আদেশগুলি পাস করা হয়েছে। আপিলকারী কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে প্রতিকারহীন নয়।

৩৮. এই আদালত মোবিলক্স ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কিরাসা সফ্টওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড মামলায় (২০১৮) ১ এস. সি. সি ৩৫৩-তে যেমন রায় দিয়েছে, আই. বি. সি ১-এর উদ্দেশ্য পুনরুদ্ধার ফোরামের বিকল্প হওয়া নয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ লিমিটেডের একটি ট্রান্সমিশন কর্পোরেশন বনাম ইকুইপমেন্ট কন্ডাক্টরস অ্যান্ড ক্যাবলস লিমিটেড (২০১৯) ১২ এস. সি. সি ৭৯৭-এ রিপোর্ট করেছে, এই আদালত তার আগের রায় 'এম. মোবিলক্স ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড (উপরে)' অনুসরণ করেছে এবং নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ-

"মোবিলক্স ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড ওয়াই. ভি. কিরাসা সফ্টওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৮) ১ এস. সি. সি ৩৫৩-এ এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালত স্পষ্টভাবে বলেছে যে আই. বি. সি কোনও পুনরুদ্ধার ফোরামের বিকল্প হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। এটিও বলা হয়েছে যে যখনই প্রকৃত বিরোধের অস্তিত্ব থাকে, আই. বি. সি বিধানগুলি আহ্বান করা যায় না"....

৩৯। আপীলের অধীনে এন. সি. এল. এ. টি-র রায় ও আদেশে কোনও দুর্বলতা নেই যা এই আদালতের হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়। অতএব, আবেদনটি খারিজ করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞানের আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu